বিকৃতি

প্রথম দৃশ্য

হরেকৃষ্ণ মজুমদার: আসুন আসুন বিবেকবাবু বহুদিন পরে (পান ফেলানোর বাসনা নিয়ে বিবেকবাবুর মুখ ঘুরানো)

হরেকৃষ্ণ মজুমদার: আরে চলে যাচ্ছেন কেন? আসুন আসুন!

হরেকৃষ্ণ মজুমদার: লাইট জ্বালাবেন? সেতো জ্বলছেই।

বিবেক : হু............হু............

হরেকৃষ্ণ মজুমদার: আরে মশাই কিছু বলছেন নাকি? বমি করবেন নাকি! (বিবেকবাবু বেত্রাধের সঙ্গে তাকান)

হরেকৃষ্ণ মজুমদার: কী হয়েছে মশাই বলুন না। (হরেকৃষ্ণ মজুমদার বাবু বলতে বলতে মুখের পানের পিক্ হরেকৃষ্ণ মজুমদার বাবুর শার্টে)

হরেকৃষ্ণ মজুমদার: (বেত্রাধের সঙ্গে) আরে আপনি করলেন টা কি! আমার ২০০০ পাউন্ডের শার্ট.................................

বিবেক : আ: আ: আমিতো কইতে চাইতাছি পান ফালাইমু, কিন্তু আপনিতো আমারে chance ই দিতেছেন না।

হরেকৃষ্ণ মজুমদার: তাহলে ফেলে আসলেই তো পারতেন, আমার জবাব দিতে যাচ্ছিলেন কেন! যাই সার্ট টা change করে আসি।

বিবেক : আরে শুনেন ই না ২ মিনিটের কথা। ইতার পরে আপনি বদলাইয়েন। আপনি যে কইতাছিলেন, আপনার মেয়ের বিয়ার আলপ, একটা পার্টি পাইছি।

হরেকৃষ্ণ মজুমদার: আরে বলুন বলুন, আগে বলবেন তো! পরিবার কেমন, চেলের কী করে, পন কত চায়।

বিবেক : অততা খবর নিছি না। তবে কইছে আগামি বুধবার আপনার বাড়িতে দেখতে আইব।

হরেকৃষ্ণ মজুমদার: সেকি বুধবার! আমার অফিস, বুধবার হলে কী করে হবে।

বিবেক : ঠিক আছে, আজকে আসি তাহলে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

হরেকৃষ্ণ মজুমদার: এই ফটিক তারাতারি কর, এখনই তারা এসে যেতে পারে। ফটিক আমি একটু আসছি। তুই এদিকটা সামলা।

ফটিক : yes কর্তা, আজকে পুটলি দিদিমনিরে দেখতে পার্টি আইব। কী মজা!

বিবেক : আছেন কেউ বাড়িতে, হরেকৃষ্ণ মজুমদার বাবু.........

ফটিক : আপনে কে?

বিবেক : আমি ঘ........ঘ..............

ফটিক : ছাড়েন ছড়েন, leave this

বিবেক : তুমি ইংরেজি কও!

ফটিক : Are you match maker?

বিবেক : মানে?

ফটিক : মানে ঘটক কী তুমি?

বিবেক : আজ্ঞে আমি, ঘ...............ঘ.................

ফটিক : ছাড়েন ছাড়েন।

বিবেক : তুমি কে?

ফটিক : আমি হলাম ফটিকচন্দ্র হালদার, হাফপ্যান্টে গুরু, ফুলপ্যান্টে মহাগুরু। আমি এই বাড়িতে কাজ করি।

বিবেক : চাকর!

ফটিক : এই শালা চাকর বলবি না।

ফটিক : তোমার নাম কি?

বিবেক : আমার নাম।

ফটিক : আজ্ঞে

বিবেক : বি...................বি..................বি...................

ফটিক : বি

বিবেক : বি

ফটিক : বি

বিবেক : বি

ফটিক : বিবেকানন্দ?

বিবেক : আরে ধুৎ মশাই।

ফটিক : তাহলে নাম কী?

বিবেক : বি..............বি...............বি.....................

ফটিক : বিনয়, বাদল, দীনেশ। (বিবেক ক্রোধের সহিত তাকায়)

ফটিক : আচ্ছা, বলেন বলেন

বিবেক : বি...........বি...........

ফটিক : বিদ্যাসাগর! (বিবেক ক্রোধের সহিত ফটিকের গালে একটি চর মারল)

ফটিক : তাহলে এটা আপনার নাম?

বিবেক : শালা চামড়া ছিড়ে রেখে শুকিয়ে রাখব। আমার নাম বিবেক ঘটক। মারব এখনে লাশ পড়বে শ্মশানে।

ফটিক : এ বাবা এতো কথা বলে গো।

বিবেক : শালা বোবা পাইছস! ডাক তর মালিকরে।

ফটিক : তবে রে................................ (মাথায় পাতিল ফাটানো)

বিবেক : শালা নবাবের বচ্ছা (হাতাহাতি)

হরেকৃষ্ণ মজুমদার: এই ফটিক, এই ফটিক, কী করছিস!

ফটিক : দেখেন না বাবু কোথা থেকে একটা মাল জুটেছে, দরজায় এসে ঘেনের ঘেনের করছে।

হরেকৃষ্ণ মজুমদার: (বিবেকবাবুর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে) আপনি বিবেকবাবু না!

বিবেক : আর কিতা (বিষমভাবে চাকরের অট্টহাসি)

বিবেক : হেই হেই (চাকরের গলায় ধরা)

হরেকৃষ্ণ মজুমদার: আরে ছাড়েন, ছারেন।
এই ফটিক বাজার থেকে সব্জি নিয়ে আয়। আর বিবেকবাবু আপনি বাথরুমে গিয়ে fresh হয়ে আসুন। (চাকরের সাথে বিবেকের চোখ রাঙ্গারাঙ্গি, একসাথে তিনজনের প্রস্থান)

<u>তৃতীয় দৃশ্য</u>

পুটলি : (দুহাতে shoping এর ব্যাগ সহ আগমন, ভাঙ্গা পাতিল দেখে দুহাতের ব্যাগ পড়ে যায়) হায় ভগবান আমার হাজার ডলারের সুইডেনের দই। ফটিক, ফটিক, dad, dad (ফটিক তৎক্ষনাৎ আগমন)

ফটিক : Yes madam, what's your problem?

পুটলি : তুই

ফটিক : আমি

পটলি : আমার হাজার ডলারের পাটিল কে ভেঙ্গেছে? (ফটিকের মুখ ঘুরিয়ে প্রস্থান, পুটলি চাকরের হাত ধরে দেখানো) তাহলে তুই, তাহলে তুই।

ফটিক : আগে ছাড়েন, আগে ছাড়েন, তারপর কইতাছি।

পুটলি : (ছাড়িয়া)

ফটিক : Madam ঘরে একটা মাল এসেছে, দেখতে এক্কেবরে বেগুন!

বিবেক : এই এই হ্যফপ্যান্ট, আমারে বেগুন কস্। ২ টাকার চাকর। (ফটিকের stage ঘোরে পলায়ন)

পুটলি : আপনি কে? (বিবেককে) আমার বাথরুমে কী করছেন? (হরেকৃষ্ণ মজুমদারের আগমন)

হরেকৃষ্ণ মজুমদার: ও আপনি fresh হয়ে এসে গেছেন? এটা হচ্ছে আমার কন্যা। পুটলি ইনি হচ্ছেন বিবেকবাবু। ওনি তোমার জন্য একটা বিয়ের আলাপ দিয়েছেন।

বিবেক : আপনার মেয়ে এতো সুবোধ, এত শান্ত। (পুটলির বিবেকের সহিত ক্রোধের সঙ্গে তাকানো) (ছেলে ও বাবার আগমন)

ছেলের বাবা : হরেকৃষ্ণবাবু ঘরে আইছন নি?

হরেকৃষ্ণ মজুমদার: কে? কে?

নিধু : আমি নিধুরাম সরকার।

হরেকৃষ্ণ মজুমদার: আমি কোথায় বললাম আপনার নাম পেদুরাম সরকার।

বিবেক : ও আপনে আইছেন! হরেকৃষ্ণ মজুমদার বাবু এই হইলা আপনার হবু বেয়াই।

হরেকৃষ্ণ মজুমদার: ও........................... আসেন আসেন, আপনার সুপুত্র কোথায়?

নিধু : কই বেটা আয় ওবায় দিয়া। পয়ে ধর, প্রনাম কর। (ছেলের প্রনামের ভঙ্গি)

হরেকৃষ্ণ মজুমদার: এই ফটিক পুটলিকে বল তৈরি হয়ে চা নিয়ে আসতে।

নিধু : আরে ব্যস্ত হইরা কেনে। দুই কথা কই।

হরেকৃষ্ণ মজুমদার: নিধু..... পল্টু................ না ঠিক আছে।

নিধু : আজ্ঞা

হরেকৃষ্ণ মজুমদার: কিছু না, ঠিক আছে।

বিবেক : আইচ্ছা হইছে, হইছে আপনার কন্যারে ডাকুন।

পুটলি : এলাম তো। (পুটলির চা নিয়ে আগমন, পিছনে ফটিক, চা টেবিলে রাখা, হরেকৃষ্ণ মজুমদার বাবুর পিছনে ফটিক)

নিধু : তোমার নাম কী গো?

পুটলি : My name is Sila.

নিধু : উনু তোমার বাবায় ডাকলা পুটলি।

পুটলি : জানেন তো আবার জিজ্ঞেস করছন কেন?

নিধু : মাইগো, মাইগো তোমার যে ঝ্যাঙ!

পুটলি : তা তো আমার আছেন। আপনার চা খাবার কথা চা খান। (নিধু ও পল্টুর, বিবেকের চায়ের চুমুক)

নিধু : দেখিচেইন গো মাই পুটলি না কেটলি, ওবায় দু-চার পায় হাটিয়া দেখাও দেখি। (পুটলির বেত্রাধের সঙ্গে stage জোরে হাটা, ফিরে এসে হরেকৃষ্ণ মজুমদার বাবুকে খোঁচা)

পুটলি : আরে বলেন না (আস্তে)

হরেকৃষ্ণ মজুমদার: দেখিতো বাবা পল্টু না সল্টু তুমিও হেটে দেখাওনা।(পল্টুর ও আবাক দৃষ্টিতে stage জোরে হাটা, বিবেকের ও দৃষ্টি)

বিবেক : আইওছ হইছে, হইছে বোত্তা হইছে। দেনা পাওয়ার কিছু মাত হই যাক।

নিধু : না, না................. আমরা পন উন ইতা নেইনা, আমরা উচ্চ বংশ।

পুটলি : সে কি বাবা? পন ছারা আমি বিয়েই করব না।
ফটিক : একি আপনারা পন নেবেন না?
হরেকৃষ্ণ মজুমদার: না, না..... পন তো আপনার নিতেই হবে। আমার মেয়ে পনের দবি করেছে, পন তো আপনাদের নিতেই হবে।
বিবেক : আইচ্ছা হইছে, হইছে। (হরেকৃষ্ণ মজুমদার বাবুর দিকে) আপনে আপনার মেয়েরে আশীর্বাদ হিসাবে যা দিবা, ইতা আপনার ব্যাপার। (এবার নিধুবাবুর দিকে তাকিয়ে) কিতা ঠিক আছে তো।
নিধু : অয়, অয়.......... ই রকম হইলে তো আর কোনো মাতই নাই। তাহলে হরেকৃষ্ণবাবু আজকে উঠি।
হরেকৃষ্ণ মজুমদার: আচ্ছা ঠিক আছে। (সকলের প্রস্থান)

<u>চতুর্থ দৃশ্য</u>
(বিয়ের পর নতুন বধু সহ পল্টুর শ্বশুর বাড়িতে আগমন) (হরেকৃষ্ণবাবু বসে পাত্র পাত্রীর অপেক্ষা করছেন) (পাত্র পাত্রীর আগনম)
হরেকৃষ্ণ মজুমদার: এসেছিস মা, এস বাবা পল্টু বস, টান্ডা হও। এই ফটিক তারাতারি চা আর সরবত নিয়ে আয়। (ফটিকের তৎক্ষনাৎ আগমন)
আচ্ছা মা তোমরা থাক, আমি অফিসে যাই। (প্রস্থান হরেকৃষ্ণ মজুমদারবাবুর)
পুটলি : এই পল্টু সেবা তো করলি, কাপ গ্লাস গুলি মাজবে কে?
পল্টু : মা, মা........................... মানে।
পুটলি : মা, মা করিস না, তোর মা এখানে না। আর সুটকেস গুলি বা কে ঢুকাবে!
পল্টু : তাহলে ফটিক কি করবে? (ফটিক তৎক্ষনাৎ রামদা নিয়ে আগমন)
ফটিক : এই ফটিক বলিস কি, ফটিক দা বল। (রামদা পল্টুর গলায় ধরে) ব্যাটা ২৫ লাখ টাকা পন নিছস, কী কামে। ইবার কাম কর নয় মর।

<u>পন্চম দৃশ্য</u>
(ফটিক চেয়ারে বসে, ফ্যানেরচ নীচে, সিগারেট টানছে, পল্টু ঘর মুচছে)
পল্টু : ম্যারা জীবন কোরা................................
ফটিক : ম্যানে বালা আভি...................................
পল্টু : সালা, ফটিক চরন, এবার তোমার হইব মরন।
(ফটিক বালতি নিয়ে তারা) (তৎক্ষনাত পুটলির আগমন)
পুটলি : কী হয়েছে, এই পল্টু বালতি নিয়ে কোথায় দৌরাচ্ছ।
পল্টু : না পুটলি।
পুটলি : Set up! আমাকে পুটলি বলবেনা। Madam বলবে।
পল্টু : হ্যায়ে হ্যায়ে......................... মানে। (পুটলির হাতে বালতি দিয়ে পল্টুর পলায়ন, পুটলির পিছন পিছন ধাওয়া

ষষ্ঠ দৃশ্য

নিধু : কিতারে বাবা ইতা কিতা?

পল্টু : (কেঁদে কেঁদে) বাবা আমি, আমি আমি.............. আর ইতার বাড়ি যাইতাম নায়। মারইন আমারে পন দিছে কইয়া, যেতা মনে ধরে ওতা করাইছে। ল্যাট্রিন সাফ করাইছে। আর ইতার বাড়ি যাইতাম নায়।

নিধু : তাইলে আপনারা কইন আর পন নেওয়া যায় কী? আশীর্বাদ কইয়া উবা ঠগা, আর পন নিতাম না, দিতাম ও না।

--- দেবজ্যোতি আচার্য্য ও ঋতুপর্ণ ভট্টাচার্য্য